



ফাহাদ আবদুল্লাহ

দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার

আওয়াজক্ষয় আনন্দগির



দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার
আওরঙ্গজেব আলমগির

ফাহাদ আবদুল্লাহ

କାମୋତ୍ତମ ପ୍ରକାଶନୀ



দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ট ৩৩৫, US \$ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-3-7

Sultan Aurangzeb Alamgir
by **Fahad Abdullah**

Published by
Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.



প্রকাশকের কথা

মোগল সাম্রাজ্য—উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দীর্ঘমেয়াদি মুসলিম শাসনব্যবস্থার নাম, যার ভিত্তি রচনা করেছিলেন তৈমুরের বংশপুত্র—সন্তাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর। বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হন এক বিশাল শক্তিরূপে। সমকালীন অন্য শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বাড়তে থাকেন নিজের সাম্রাজ্যের পরিধি। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা একে বৃপ্ত দেন এক মহাসাম্রাজ্য। কিন্তু ‘যাহার উত্থান আছে, তাহারই পতন’-এর সত্য থেকে এ সাম্রাজ্যও রেহাই পায়নি। এই সাম্রাজ্যকেও বরণ করে নিতে হয় ইতিহাসের শক্তিমান খাওয়ারিজম, সেলজুক, মামলুক, উসমানি, মুরাবিত ও মুওয়াহিদ সাম্রাজ্যের ভাগ্য।

মোগল সাম্রাজ্যের ছিল দুটি অবস্থা—উত্থান আর পতন। সন্তাট বাবর থেকে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির আর শাহজাহানের হাত হয়ে সাম্রাজ্যের বাগড়োর পৌছে যায় সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগিরের হাতে। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের শেষ অবধি ছিল এ সাম্রাজ্যের উত্থানপর্ব। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই মূলত শুরু হয় পতনের বিভীষিকা।

সাম্রাজ্যটির সবচেয়ে বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক মনে করা হয় সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগিরকে। আওরঙ্গজেব আলমগির—মুসলিম উস্মাহর অহংকার। সভ্যতার ইতিহাসের অলংকার। অসাধারণ, বিরল এক সামরিক প্রতিভা। নির্ভীক সাহসিকতার এক জীবন্ত আভা। বলা যায়, মধ্যযুগ-পরবর্তী ইতিহাসের সেরা শাসক, যাঁর শাসনামল ছিল ন্যায়-ইনসাফ, মানবাধিকার, জ্ঞানবিজ্ঞান, এককথায় পার্থিব সব উন্নতি ও সমৃদ্ধির আঁতুড়য়ে।

আপনার হাতের গ্রন্থটি ওই ন্যায়পরায়ণ সুলতানেরই ঐতিহাসিক বর্ণায় শাসনামলের ধারাভাষ্য। জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ‘জিহাদি-জীবন’-এর প্রতিটি অধ্যায় নিয়ে এতে করা হয়েছে বিশদ আলোচনা। বাঙলার কট্টর হিন্দুস্পদায়, আফগানের খাইবার ও আফ্রিদি গোত্রসমূহ, সংগামি, জট আর রাজপুতদের বিদ্রোহ দমনসহ প্রাসঙ্গিক সব আলোচনা স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। ইতিহাসের এ মজলুম সুলতানের ওপর উত্থাপিত সব অভিযোগ নিয়েও করা হয়েছে সরল আলোচনা। ধূলোবালি মেডে আড়ালে থেকে যাওয়া বাস্তবতাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে

সামনে। সর্বোপরি সুলতানের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ নিয়ে উত্তুত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে।

আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান—কালান্তর প্রকাশনী উম্মাহর সোনালি ইতিহাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যুবসমাজের গাফলতের নিদ ভাঙতে চায়। তাদের করণীয় স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর হারানো দিনগুলো ফিরিয়ে আনার স্মপ্ত দেখায়। এ ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশের সম্মুখ ইতিহাস নিয়েও কালান্তর ধারাবাহিক কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। গজনবি, ঘুরি, খিলজি, তুঘলক, সাইয়িদ, লোদি আর সুরি থেকে শুরু করে ইংরেজ বেনিয়াদের বিতাড়ন পর্যন্ত—সব সুলতান আর সালতানাতের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করবে। ইতিহাসের সোনার টুকরোগুলোয় ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা যেসব কলঙ্কের দাগ জেপন করেছিল, প্রয়াস চালাবে সেগুলো ধূয়ে-মুছে উপস্থাপন করতে। ধূলোবালির আস্ত্র পড়ে যাওয়া বাস্তবতাগুলো তুলে ধরতে।

দ্য গ্রেটেস্ট সুলতান অব দ্য মোগল এম্পায়ার আওরঙ্গজেব আলমগির আমাদের সেই ধারাবাহিকতারই প্রথম প্রয়াস। কাজটি নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। একে তো মৌলিক গ্রন্থ; দ্বিতীয়ত গ্রন্থটি এমন একজন মহান সুলতানকে নিয়ে রচিত, যাঁকে নিয়ে অজস্র কাল্পনিক ও বানোয়াট কেছাকাহিনির বই-পুস্তকে বাজার সয়লাব। এসব থেকে বিশুদ্ধ তথ্য খুঁজে বের করে উপস্থাপন করা সহজ কাজ নয়। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এই দৃঃসাধ্য কাজটিই আনজাম দিয়েছেন প্রতিভাবন তরুণ ফাহাদ আবদুল্লাহ। গ্রন্থটির প্রতিটি পরাতে আমি তাঁকে সঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য পরাখ করেছি।

লেখালেখির অঙ্গনে ফাহাদ আবদুল্লাহ নবীন হলেও আশা করি তাঁর এ রচনা বোধ্য পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেবে। আর গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আবদুল্লাহ আরাফাত ও রোর বাংলার ডেপুটি এডিটর ইন টিফ মুহাইমিনুল ইসলাম অস্তিক। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ইমরান রাইহান। আমি নিজেও দু-বার পড়েছি। দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করে চেষ্টা করেছি ত্রুটি-বিচুতি থেকে মুক্ত রাখতে। তারপরও কোনো ত্রুটি বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শুধুরে নেওয়া হবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথোপযুক্ত প্রতিদান দেন। সর্বোপরি উম্মাহকে হতাশা কেড়ে ফেলে ‘আলমগিরি চেতনা’য় উজ্জীবিত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

৩০ এপ্রিল ২০২০



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সিংহাসনে আরোহণ # ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, বেড়ে ওঠা ও সিংহাসনে আরোহণ # ২৫

এক	: জন্ম ও বেড়ে ওঠা	২৭
দুই	: বরেণ্য ব্যক্তিদের দ্রষ্টিতে আওরঙ্গজেব	২৯
তিনি	: আওরঙ্গজেবের শিক্ষাদীক্ষা	৩০
চারি	: আওরঙ্গজেবের জীবনে মির হাশিমের অবদান	৩১
পাঁচ	: কুরআনের অনুলিপি তৈরি	৩২
ছয়	: অনর্থক ব্যয় পরিহার	৩২
সাত	: হাতির লড়াই ও ‘বাহাদুর’ উপাধি লাভ	৩৩
আট	: পিতা শাহজাহানের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা	৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবেদারিতে অভিযোক # ৩৬

এক	: দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত (প্রথমবার)	৩৬
দুই	: দিলরাস বানুর সঙ্গে বিয়ে	৩৮
তিনি	: গুজরাটের সুবেদারি	৩৯
চারি	: বলখ ও বাদাখশানযুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত	৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কান্দাহার ও পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াই # ৪৩

এক	: কান্দাহার দুর্গ অবরোধ	৪৩
দুই	: পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়	৪৪
তিনি	: কান্দাহার অভিযানে ব্যর্থতা	৪৫

◊ ◊ ◊ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

আওরঙ্গজেবহীন দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতি # ৪৭

এক	: দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে সুবেদার হিসেবে নিযুক্তি	৪৭
দুই	: আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দারার চক্রান্ত	৪৮
তিনি	: বুরহানপুর অবস্থান	৪৯
চার	: দাক্ষিণাত্যের প্রভূত উন্নয়নসাধন	৫০
পাঁচ	: পিতার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি	৫১
ছয়	: ইতিহাসবিদদের পক্ষপাতমূলক আচরণ	৫২

◊ ◊ ◊ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

সুবেদার হিসেবে আওরঙ্গজেবের বিজয়াত্মিয়ান # ৫৩

এক	: গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দুর্গ অবরোধ ও বিজয়	৫৩
দুই	: প্রসঙ্গ : মির জুমলা ও কুতুব শাহ	৫৪
তিনি	: কুতুব শাহের যত অপরাধ	৫৭
চার	: বেদার দুর্গ অবরোধ ও বিজয়	৫৯
পাঁচ	: গুলবার্গায় বিজাপুর-বাহিনীর মোকাবিলা	৬০
ছয়	: কালিয়ানি দুর্গ অবরোধ ও বিজয়	৬১
সাত	: অব্যহত বিজয়-সংবাদে আওরঙ্গজেবকে শাহজাহানের উপহার	৬২
আট	: শাহজাহানের অসুস্থতা এবং শাহি ফরমান	৬৩
নয়	: দারার বড়্যবন্ত্র এবং আওরঙ্গজেবের বিচক্ষণতা	৬৪

◊ ◊ ◊ দ্বিতীয় অধ্যায় ◊ ◊ ◊

সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট এবং ইন্তিকাল পর্যন্ত

গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলের সংক্ষিপ্ত ধারাভাষ্য # ৬৫

◊ ◊ ◊ প্রথম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবং

সিংহাসনে আরোহণের প্রেক্ষাপট # ৬৬

এক	: দারার চক্রান্ত ও শাহজাহানের ওপর তার প্রভাব	৬৬
দুই	: আওরঙ্গজেবের দূরদর্শিতা	৬৯
তিনি	: মির জুমলার পথরোধ ও বন্দিত্ব	৭০

চার	: দারার বিরুদ্ধে তিন ভাইয়ের এক	৭১
পাঁচ	: দারার মোকাবিলায় আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি	৭২

◊ ◊ ◊ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

ভাত্তাতী যুদ্ধের সূচনা # ৭৪

এক	: পাঁচ বছর পর দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ	৭৪
দুই	: ধর্মাতে রাজা জসোনাথ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৭৪
তিনি	: দারার মুখ্যমুখ্য আওরঙ্গজেব ও মুরাদ : শাহজাদি জাহানারার ভূমিকা	৭৭
চার	: বোনের চিঠির উভয়ের আওরঙ্গজেব	৭৯

◊ ◊ ◊ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

ভাত্তাতী যুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ # ৮০

এক	: দারার বিরুদ্ধে সমুগড়ের যুদ্ধ	৮০
দুই	: আগ্রা অভিযুক্তে আওরঙ্গজেব এবং পিতার গোপন চিঠি	৮১
তিনি	: আগ্রা-দুর্গ অবরোধ	৮৩
চার	: সুলতানাতকে ভাগ-বাঁটিয়ারার প্রস্তাব নিয়ে জাহানারা	৮৪
পাঁচ	: জাহানারার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান	৮৫

◊ ◊ ◊ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

ভাত্তাতী বিরোধ ও বোঝাপড়া # ৮৬

এক	: আওরঙ্গজেব ও মুরাদের চুক্তি	৮৬
দুই	: মুরাদের চুক্তির ভঙ্গ	৮৭
তিনি	: আওরঙ্গজেবের হাতে মুরাদের বন্দিত্ব	৮৮
চার	: দিল্লি থেকে দারার পলায়ন	৮৯
পাঁচ	: আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ	৮৯
ছয়	: আবারও দারার পলায়ন এবং সিদ্ধুর জঙ্গলে আঘাতগোপন	৯০
সাত	: শুজার পলায়ন	৯১
আট	: শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতানের গাদ্দারি	৯২
নয়	: শাহজাদা মুহাম্মাদ সুলতানকে শাস্তিপ্রদান	৯৩
দশ	: দারা, শুজা, মুরাদ ও দারাপুত্র সুলায়মানশিকোর পরিণতি	৯৩
এগারো	: আওরঙ্গজেব ও শাহজাহানের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস	৯৫
বারো	: শাহজাহানের ইনতিকাল	৯৬

◊ ◊ ◊ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

শাহজাহানের ইন্তিকালের পর আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য পরিচালনা # ১৭

এক	: রাজধানী থেকে যুদ্ধের ময়দানে	১৭
দুই	: সর্বমহলের সুহৃদ সুলতান	১৮
তিনি	: সুলতান হিসেবে বিজয়ধারা	১৯
চার	: কুচহাজু দখল	১০০
পাঁচ	: কুচবিহার দখল	১০০
ছয়	: আসাম অভিযান	১০১
সাত	: মাথুরাপুর অভিযান	১০২
আট	: সেনাপতি মির জুমলার ইন্তিকাল	১০৫
নয়	: রাজা জয়ধ্বজের মৃত্যুর পর রাজা চক্ৰধ্বজের বিদ্রোহ	১০৫
দশ	: অহমদের দমনে রাম সিংহের ব্যর্থতা এবং শায়েস্তা খান	১০৬
এগারো	: ফিরিঙ্গি ও আরাকানি জলদস্যদের দমনে শায়েস্তা খান	১০৬

◊ ◊ ◊ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান # ১০৯

এক	: ইউসুফজাই গ্রোত্রের বিদ্রোহ	১০৯
দুই	: খাইবার ও আফ্রিদি গোত্রসমূহের বিদ্রোহ	১১০
তিনি	: আকমল খান ও কবি খোশহাল খান	১১১
চার	: পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমনে সালার আগার খান	১১২

◊ ◊ ◊ সপ্তম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

সংনামি, জাট, শিখ ও রাজপুতদের বিদ্রোহ # ১১৩

এক	: জাট বিদ্রোহ	১১৩
দুই	: সংনামি বিদ্রোহ	১১৩
তিনি	: শিখ বিদ্রোহ	১১৪
চার	: রাজপুতদের বিদ্রোহ	১১৭
পাঁচ	: মারওয়াড়ের রাজা মহারানা রাজের বিদ্রোহ	১১৯
ছয়	: রাজপুতদের পাতা ফাঁদে শাহজাদা আকবর	১২০
সাত	: পিতার মোকাবিলায় বিদ্রোহী শাহজাদা	১২১
আট	: আওরঙ্গজেবের কৌশলে আকবরের ফেঁসে যাওয়া	১২২
নয়	: সুলতানের কাছে মহারানার ক্ষমাপ্রার্থনা ও ব্যক্তি স্বীকার	১২৪

◊ ◊ ◊ অষ্টম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

মারাঠাদের বিদ্রোহ ও দমন # ১২৫

এক	: মারাঠানেতা শিবাজি	১২৫
দুই	: বিদ্রোহের শুরু	১২৬
তিনি	: মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান	১২৭
চার	: শিবাজির চক্রান্ত, ক্ষমা, আবারও বিদ্রোহ	১২৮
পাঁচ	: শিবাজির মোকাবিলায় শায়েস্তা খান	১২৯
ছয়	: জসোনাথ সিংহের গাদ্দারি	১২৯
সাত	: সুরাটে শিবাজির লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ	১৩১
আট	: সুলতানের কাছে শিবাজির ক্ষমাপ্রার্থনা	১৩১
নয়	: শিবাজির সঙ্গে চুক্তি এবং ফের অবাধ্যতা	১৩২

◊ ◊ ◊ নবম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

মারাঠা ও বুরহানপুর বিজয়# ১৩৫

এক	: মারাঠাদের নেতৃত্বে শিবাজি-পুত্র শন্তাজি	১৩৫
দুই	: মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান	১৩৬
তিনি	: শাহজাদা আকবরের ফেরারি জীবন	১৩৮
চার	: শন্তাজি ও কইকলশের বন্দিত্ব এবং মৃত্যুদণ্ড	১৩৯

◊ ◊ ◊ দশম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অভিযান # ১৪১

এক	: আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোট	১৪১
দুই	: বিজাপুর শহর অবরোধ ও বিজয়	১৪৩
তিনি	: গোলকুণ্ডা অবরোধ	১৪৫
চার	: আবুল হাসানের ক্ষমাপ্রার্থনা ও সুলতানের শর্ত	১৪৮
পাঁচ	: ফের গোলকুণ্ডা অবরোধ	১৪৯
ছয়	: সুলতানের বীরত্ব ও সাহসিকতা	১৫০
সাত	: আবুল হাসানের বন্দিত্ব	১৫১

◊ ◊ ◊ একাদশ পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

বৰ্বৰ মাৰাঠাদেৱ দমন # ১৫২

এক	: মাৰাঠাদেৱ লুটপাট ও যুদ্ধ-প্ৰস্তুতি	১৫২
দুই	: চিনজি দুৰ্গ অবৰোধ, শাহজাদা কাম বখশেৱ বোকামি	১৫৩
তিনি	: রাজা রামেৱ পলায়ন	১৫৫
চার	: মাৰাঠাদেৱ পুৱো অঞ্চলে অভিযান ও দুৰ্গ বিজয়	১৫৫
পাঁচ	: ৮৫ বছৰ বয়সে যুদ্ধেৱ ময়দানে সুলতান আওৱাঙ্গাজেৱ	১৫৭

◊ ◊ ◊ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

সুলতানেৱ অন্তিমযুহূৰ্ত এবং শাহজাদা আজমেৱ কৃটচাল # ১৫৮

এক	: মাৰাঠাদেৱ বিৱুদ্ধে পার্লি অভিযান	১৫৮
দুই	: শাহজাদা আজমেৱ কৃটচাল, সুলতানেৱ বিভিন্ন পদক্ষেপ	১৬০

◊ ◊ ◊ তৃতীয় অধ্যায় ◊ ◊ ◊

সুলতানেৱ ইনতিকাল, চাৰিত্ৰিক অবস্থা, অসিয়ত
এবং রাষ্ট্ৰ পরিচালনায় তাঁৰ কৃতিত্ব ও অবদান # ১৬১

◊ ◊ ◊ প্ৰথম পরিচ্ছেদ ◊ ◊ ◊

সুলতানেৱ ইনতিকাল # ১৬৩

এক	: সুলতানেৱ অন্তিমযুহূৰ্ত ও ইনতিকাল	১৬৩
দুই	: সুলতানেৱ জীৱনসাধনা	১৬৪
তিনি	: শেষজীবনে সুলতানেৱ নিঃসংঘাতা	১৬৪
চার	: শাসক হিসেবে যেমন ছিলেন আওৱাঙ্গাজেৱ	১৬৫
পাঁচ	: ধৈৰ্য ও সহনশীলতা	১৬৫
ছয়	: জ্ঞানেৱ প্ৰতি অনুৱাগ	১৬৫
সাত	: সাধাৱণ জীৱনযাপন	১৬৬
আট	: তাৰকওয়া ও খোদাভীতি	১৬৮
নয়	: সুলতানেৱ শাসনামলে সাম্রাজ্যেৱ উন্নতি	১৭২
দশ	: উদারতা ও মহানুভবতা	১৭৩
এগারো	: কুপ্ৰথা ও শৱিয়তবিৱোধী কৰ্মকাণ্ড বন্ধ	১৭৩
বারো	: হিজৱি ক্যালেঙ্গাৰেৱ প্ৰবৰ্তন ও মন্দিৱ ভাঙ্গাৰ অপৰাদ	১৭৪

তেরো	: হিন্দুদের ওপর জিজয়া-কর আরোপের অপবাদ	১৭৫
চৌদ্দ	: আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি	১৭৬
পনেরো	: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা	১৭৬
ষেষো	: সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি	১৭৮
সতেরো	: আমদানি-রপ্তানি	১৭৮

◆ ◆ ◆ চতুর্থ অধ্যায় ◆ ◆ ◆

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুপরবর্তী উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই

এবং সাম্রাজ্যে পতনের ঘনঘটা # ১৮১

◆ ◆ ◆ প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ◆ ◆		
মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ঘনঘটা এবং		
ইবনু খালদুনের মুকাদ্দিমার মূলনীতি # ১৮৩		
এক	: আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের লড়াই	১৮৩

◆ ◆ ◆ পঞ্চম অধ্যায় ◆ ◆ ◆

ইতিহাসের কাঠগড়ায় সুলতান আওরঙ্গজেব # ১৮৮

◆ ◆ ◆ প্রথম পরিচ্ছেদ ◆ ◆ ◆		
ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওরঙ্গজেব # ১৮৯		
এক	: যুগে যুগে মহান ব্যক্তিদের নামে অপবাদ ও ইতিহাসবিকৃতি	১৮৯
দুই	: ইতিহাসবিদদের মুসলিমবিদ্বেষ	১৯০
তিনি	: মধ্যযুগ- পরবর্তী আধুনিক যুগ	১৯১
চার	: ইংরেজ ও শিয়া ইতিহাসবিদদের অভিযোগ-আপন্তি	১৯১

◆ ◆ ◆ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ◆ ◆ ◆

সুলতানের ওপর অভিযোগের দাস্তান # ১৯৩

এক	: বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা (হায়দারাবাদ) সাম্রাজ্যের পতন	১৯৩
দুই	: হিন্দুদের সার্বিক অসম্ভোষের কারণ ও বাস্তবতা	২০০
তিনি	: মূর্তি ভাঙা ও উপাসনালয় বিধ্বন্ত করা	২০৮
চার	: পিতার বদ্দিত্ব ও ভাতৃযাতী সংকটের বিবরণ	২১০

❖ ❖ ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❖ ❖ ❖

সংস্কার এবং বিশৃঙ্খলা-দমনে গৃহীত পদক্ষেপ # ২১৭

এক	: শুল্ক ও কর রাহিতকরণ	২১৭
দুই	: খাজনা-আইন সংশোধন এবং জমির বন্দোবস্ত	২১৮
তিনি	: আমিরদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আইন বাতিল করা	২১৮
চার	: সংবাদ-সরবরাহ সহজ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ	২১৯
পাঁচ	: ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণ	২১৯
ছয়	: সুলতানের আরও কিছু পদক্ষেপ	২২০
সাত	: শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি	২২০
আট	: ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি	২২১
নয়	: ক্যালেন্ডার পরিবর্তন	২২১
দশ	: মূল্যায়ন	২২১
এগারো	: মসজিদ দেখাশোনার ব্যবস্থা	২২২
বারো	: ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি	২২২

একনজরে সুলতান আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য # ২২৩

কাল-নির্ঘণ্ট # ২২৫

একনজরে আওরঙ্গজেব-পরিচিতি # ২৩৪

তথ্যসূত্র # ২৩৮





ভূমিকা

এক.

ইতিহাসের বিখ্যাত ও বরেণ্য; অথচ মজলুম সুলতান, আমির কিংবা মুজাহিদদের ইতিহাস যখন গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, একটা উন্নেজনা নিয়ে জানার চেষ্টা করি সোনার পালকে মোড়নো তাঁদের কীর্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার দাস্তান, তখন নিজের অজান্তেই জনেক ইংরেজ ইতিহাসবিদের সেই উন্নিটির কথা স্মরণ হয়ে যায়! তিনি বলেছিলেন,

Most of events are not true in history except names, years and dates—and most events are true in stories except names, years and dates.

ইতিহাসের পাতার অধিকাংশ ঘটনার নাম, সন আর তারিখ ব্যতীত অন্য কিছু সত্য হয় না এবং গালগঞ্জের অধিকাংশ ঘটনার নাম, সন এবং তারিখ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাই সঠিক থাকে।

কোন গ্রন্থে উন্নিটি পড়েছিলাম মনে নেই; কিন্তু অনেক দিন কথাটি নিয়ে খুব ভেবেছি। উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। অবশ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—অবশ্যই তার উন্নিটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, অনুরূপ কথাটি সব ইতিহাসবিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। কিন্তু ইতিহাসের মজলুম মনীষীদের ইতিহাস পড়তে কোনো গ্রন্থ হাতে নিলেই কেন যেন উন্নিটি আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। কথাটি বিখ্যাত কাউকে নিয়ে লেখা অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের জন্য চমৎকার, বাস্তব এবং অতি-বাস্তব একটা কথা। সচেতনভাবেই অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থ বলেছি, সব বলিনি। কারণ, আমার অল্লম্বন অধ্যয়নে কেবল মুসলিমবিদ্বেষী ইংরেজ, শিয়া এবং প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা জুরাজি জায়দান-চরিত্রের ইতিহাসবিদ, তাদের রচিত গ্রন্থগুলোকেই বিকৃত ও মনগড়া বর্ণনায় ভরপুর পেয়েছি।

বাস্তবেও এরা ছিল কল্পনাপ্রসূত আর মনগড়া ইতিহাস রচনায় ওস্তাদ। এদের পরবর্তী প্রজন্ম এদের তৈরি করা বিকৃত ইতিহাসে আরও লবণ-মরিচ মিশিয়ে বিকৃতিকে অতি-বিকৃতির একটা কদাকার রূপ দিয়েছে। নিজেদের ইসলামবিদ্যী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার চেষ্টা-তদবির এরা পুরোদমেই করেছে। এদের অবস্থাটা এই বাকেয় খুব চমৎকারভাবেই ফুটে উঠেছে—We see things as we are, not as they are. এই তথাকথিত বিদ্যেয়ী ও কটুরপন্থি ইতিহাসবিদদের বিদ্যের ফসলই হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের বিকৃত ইতিহাসচর্চা, অঙ্গতা ও ভুল জানা।

দুই.

হিন্দুস্থানের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে চরম অবাস্তব ও হাস্যকর কিছু ইতিহাস ঢোকে পড়ে। ফলে শুধু সাধারণ পাঠক নয়; বরং জ্ঞানী অনেক ব্যক্তিরও দ্বিধা-সন্দেহে ভুগতে হয়। অনেক সময় পাঠক ভুল বার্তা নিয়ে বিকৃত ইতিহাস দিলে নেয়। উদাহরণ হিসেবে মৌর্য সন্ত্রাট অশোকের বিষয়গুলোই ধরা যাক—

১. অশোক সিংহাসন লাভের জন্য তার ১০০ জন ভাইকে হত্যা করেছেন।
২. কলিঙ্গের যুদ্ধে ১ লাখ মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন।
৩. দেড় লাখ মানুষকে বন্দি করেছেন।
৪. তিনি ছিলেন আপাদমস্তক কটুরপন্থি একজন ধর্মানুরাগী। কারণ হিসেবে বলা হয়—তার শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তার আত্মীয়স্বজনদের সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে পাঠিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং সাম্রাজ্যের দায়িত্বশীল পর্যায়ের ব্যক্তিদের পর্যন্ত ধর্মপ্রসারের কাজে লাগান। সাম্রাজ্যের কোঘাগার থেকে এ কাজের ব্যয়ভার বহন করে সাম্রাজ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি করেছিলেন।
৫. বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার কটুরপন্থি মনোভাব সে সময়ের হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণদের চরম দুর্দশায় নিষ্কিপ্ত করেছিল।

এই তথ্যগুলো জানার পর যেকোনো সাধারণ পাঠক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, সন্ত্রাট অশোক ছিলেন চরম পর্যায়ের একজন জালিম ও অবিচারী শাসক। কারণ, হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় কোনো রাজা-বাদশাহ, আমির অথবা সুলতান পাওয়া যায় না, যিনি অশোকের মতো এমন বর্বর গণহত্যা চালিয়েছেন বা এত বিপুল পরিমাণ লোককে বন্দি করার মতো আমানবিকতা দেখিয়েছেন; অথচ ইতিহাসে এই অশোকের এমন অনেক জনকল্যাণমুখী ও প্রজাবাদ্ধ কাজের আলোচনা পাওয়া